টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২

রিপ্রোডাকশন সিন্ডিকেট

ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন

৭-১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত
(দাদাঠাকুর)

বিভিন্ন মিলের ধুতি, শাড়ী, বোম্বে প্রিন্টেড টেরিকট, টেরিলিনের শাড়ী ও যাবতীয় টেরিকট, টেরিলিন ও সুতী সার্টিং ও কোটিং এর বিরাট আয়োজন।

এ ছাড়া অতি সুলভে বিনি, মফৎলাল গ্রুপ, গোয়ালিয়র স্যুটিং এবং টাটা মিলের যাবতীয় সুতী টেরিকট ও টেরিলিনের টুকরা ছিটের শ্রেষ্ঠ সম্ভার।

মুদ্রা বস্ত্রালয়

জঙ্গিপুর পোষ্ট অফিসের পার্শ্বে

৫৮-শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—১১ই জ্যৈষ্ঠ বুধবার, ১৩৭৮ ইং 26th May, 1971 | ২য় সংখ্যা

সকল ঘরের তরে...

দীপ্তি লণ্ঠন

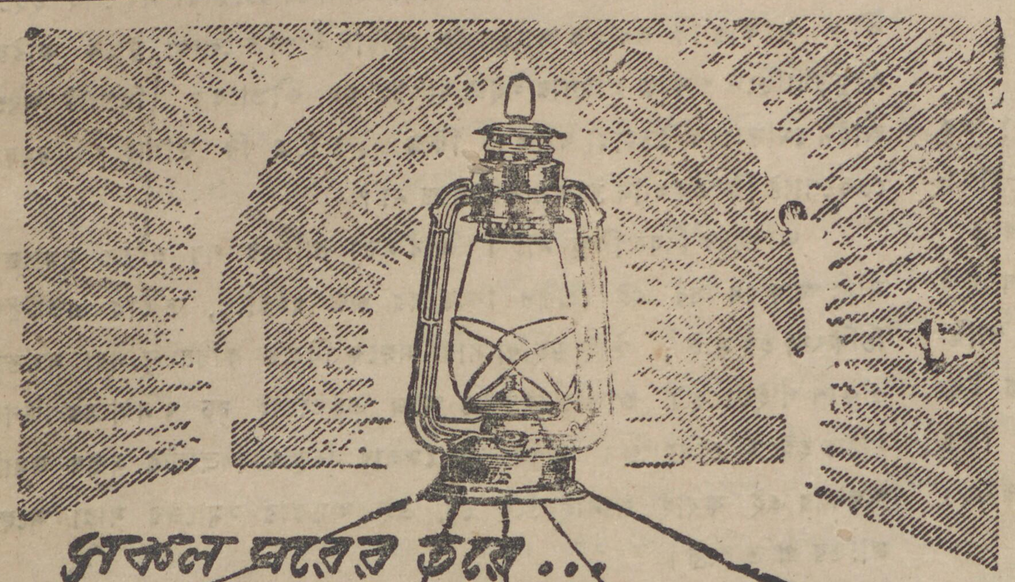

ওরিয়েন্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ ৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা ১২

রান্নায় আনন্দ

এই কেরোসিন কুকারটির অভিনবত্ব রন্ধনের ভীতি দূর করে রন্ধন প্রীতি এনে দিয়েছে।

রান্নার সময়েও আপনি বিশ্রামের সুযোগ পাবেন। কয়লা ভেঙে উনুন ধরাবার পরিশ্রম নেই, অস্বাস্থ্যকর ধোঁয়া ও থাকায় ঘরে ঘরে ঝুলও জমবে না।

জটিলতাহীন এই কুকারটির সহজ ব্যবহার প্রণালী আপনাকে তৃপ্তি দেবে।

- ধুলা, ধোঁয়া বা ঝঞ্ঝাটহীন।
- স্বল্পমূল্য ও সম্পূর্ণ নিরাপদ।
- যে কোনো অংশ সহজলভ্য।

খাস জনতা

কেরোসিন কুকার

দি ওরিয়েন্টাল মেটাল ইন্ডাষ্ট্রীজ প্রাইভেট লিঃ

৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

পাকা বাড়ী বিক্রয়

রঘুনাথগঞ্জ কালিকা ফার্মেসীর দক্ষিণ দিকে সদর রাস্তার উপর একখানি পাকা বাড়ী বিক্রয় হইবে। নিম্নে অনুসন্ধান করুন।

শ্রীপরেশনাথ পাল, রঘুনাথগঞ্জ

কবিপক্ষে গল্পের বইএ
সকল শ্রেণীর ক্রেতাকে 12½%
কমিশন দেওয়া হবে।

STUDENTS' FAVOURITE

Phone—R.G.G. 44.

হিংসাশী মোরা মাংসাশী,
ভণ্ডামী ভালবাসাবাসি!
শত্রুরে পেলে নিকটে ভাই
কাঁচা কলিজাটা চিবিয়ে খাই!
মারি লাথি তার মড়া মুখে
তাতা-থৈ নাচি ভীম সুখে।

—নজরুল ইসলাম

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

১১ই জ্যৈষ্ঠ বুধবার সন ১৩৭৮ সাল।

॥ অন্ধকার—সমাজজীবনে, জাতির রন্ধ্রে রন্ধ্রে ॥

পশ্চিমবঙ্গের সমাজজীবন আজ কোথায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহা এক কথায় বলা যাইবে না। শুধু বলা যায় মসীকৃষ্ণ অন্ধকারে। খুন-জখম-টাকা-ছিনতাই-ব্যাঙ্কলুঠ-পরীক্ষাভণ্ডুল-শ্রমিকবিক্ষোভ-মূল্যবৃদ্ধি কাজ-উদ্ধার-করিতে গোপন-অর্থদান-খাদ্যেভেজাল এগুলি গা সহা হইয়া গিয়াছে। কারণসমূহে কিছু জানিতে গেলে বা কোন কাজ পাইতে গেলে দক্ষিণা লাগে; শান্তি-রক্ষকদের নিকট উপস্থিত হইলে মোটা অঙ্কের প্রয়োজন হয়। অবশ্য ইহা আজ আর কোন অভিযোগের বস্তু নয়; সবই খোলাখুলি গোপনীয়। কিন্তু জনজীবনকে বিপর্যস্ত করিবার আর একটি পথ সম্প্রতি আবিষ্কৃত হইয়াছে। পূর্বেও ইহা ছিল; তবে বর্তমানে ইহার ব্যাপকতা বাড়িয়া গিয়াছে।

সমগ্র মুর্শিদাবাদ জেলা বেশ কিছুদিন হইতে অন্ধকারে পড়িয়াছে। স্থানে স্থানে বৈদ্যুতিক তার চুরির ফলে বিদ্যুৎ সরবরাহ সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। আর এই কাণ্ডকারখানা প্রতিদিনের ঘটনা। সময় সময় বিদ্যুৎ সরবরাহ তিনদিন ধরিয়াও বন্ধ থাকিতেছে। তাহারই অনিবার্য ফলশ্রুতিতে শহরাঞ্চল অচল হইয়া পড়িতেছে। ব্যবসায়-বাণিজ্য, প্রাত্যহিক কাজকর্ম এক অচলায়তনের মধ্যে পড়িয়াছে। সদর শহরের জল সরবরাহ ব্যবস্থা অনিশ্চয়-তায় ভরা। এই প্রচণ্ড গ্রীষ্মে নাগরিকদের যে অসহনীয় কষ্টে পড়িতে হয়, তাহা সহজেই অনুমেয়। বিশেষ করিয়া হাসপাতালের অতি জরুরী কাজকর্ম বিদ্যুৎবিভ্রাটে বানচাল হইয়া যাইতেছে। জরুরী অপারেশন অভাবে রোগীকে মৃত্যুবরণ করিতে হয়। এক্স-রে না হওয়ায় হাড়ভাঙ্গা রোগীদের প্রাণওষ্ঠাগত হয়। ভাগ্য ভাল হইলে প্রাণ থাকে। নহিলে মৃত্যুই শেষ শান্তি দান করে।

খবরে প্রকাশ, নদীয়া জেলার বহু স্থানে এই বৈদ্যুতিক তার চুরি হইতেছে। এই সব চোরাই মাল যায় কোথায়? আর একাধিক সুসংবদ্ধ দল ছাড়া আর কাহারও পক্ষে এই কাজ করা সম্ভব নয়। উচ্চশক্তির বিদ্যুৎ প্রবাহের বিরাট ঝুঁকি লইয়া যাহারা এই কাজ করিতেছে, তাহাদের আত্মরক্ষার প্রস্তুতি যথেষ্ট থাকে তাহা বলাই বাহুল্য। একটি বিরাট সুপরিকল্পিত চক্রের এই গোপন ব্যবসায়ের পাণ্ডারাও ধরা পড়িতেছে না, তাহাও এক আশ্চর্যের ব্যাপার। রাজ্যের গোয়েন্দা দপ্তর, পুলিশ দপ্তর কি আন্তরিক অনুসন্ধানের দ্বারা এমন অপকর্মের সন্ধান করিতে পারেন না? না পারিলে শ্বেতহস্তী পোষার প্রয়োজন কী? এই শহরের বুকে গত ২৩।৯।৭০ তারিখ জনৈক চোরাই তার-কারবারী বমাল ধরা পড়ে। তাহাকে রঘুনাথগঞ্জ থানায় আনা হয়, কিন্তু তাহার শাস্তি হইল না, বেকসুর খালাস হইল এবং চোরাই মালের কী হইল তাহা জানা যায় নি। কিন্তু এই বৈদ্যুতিক তামার তার চুরি এবং চালান বন্ধ নাই। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে, রেল বিভাগের রক্ষিত ইস্পাত-লোহা প্রচুর চুরি হইয়া ট্রাকে ট্রাকে পাচার হয়। এমন কি বিশেষ পদ্ধতিতে রেল লাইনকে টুকরা করিয়া চালান দেওয়া হয়। গত ২২।৫।৭১ তারিখ মোরগ্রামের নিকট বাহালনগর গ্রামের একদল যুবক চোরাই ইস্পাত-লোহা পাচার করার সময় ধরা পড়ে। একজনকে ধরা সম্ভব হয়; তাহাকে জেলাসদরে লইয়া যাওয়া হয়। কিন্তু থানায় জমা দেওয়ার পর সব শেষ হইবে কী? সরকার কি অবহিত আছেন যে, চোরাই ইস্পাত-লোহা ট্রাকে করিয়া কাঁকুড়গাছিতে প্রকাশ্য জায়গায় লইয়া যাওয়া হয় কীভাবে? রিপোর্ট অবশ্য আইন মোতাবেক তৈয়ারী থাকে। কিন্তু প্রকৃত চিত্র কি তাহাই? দমদম চেকপোষ্টে কি একখানি ট্রাকও ধরা পড়ে না?

আশ্চর্যের বিষয় কিছু নাই। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর হইতে সমাজের নানা অঙ্গে যে সব এই শ্রেণীর বিষব্রণের জন্ম হইয়াছে, তাহার একটিরও চিকিৎসা হয় নাই; তাই উহারা সারা অঙ্গকে বিষাক্ত করিয়া তুলিয়া যত্রতত্র প্রকাশ পাইতেছে। জাতীয় মেরুদণ্ড আজ এইভাবেই দৃঢ় বনিয়াদের উপর গঠিত হইতে চলিয়াছে। মুর্শিদাবাদ জেলায় বিদ্যুৎ বিভ্রাটের দরুণ জমাট অন্ধকার এই কথাই জানাইতেছে যে, এই অন্ধকার সমাজের সারা অঙ্গে, জাতির প্রতি রন্ধ্রে।

কৃষ্ণ মেঘে রূপালী রেখা

গত ২২-৫-৭১ তারিখ মোরগ্রামের নিকটস্থ বাহালনগর গ্রামের কাছে কিছু যুবক বহরমপুরগামী 'নটরাজ' বাস থামিয়ে কিছু বস্তাবন্দী মাল তুলতে চায়। বাসের ড্রাইভার, কন্‌ডাক্টর ও ক্লীনার সে মাল নিতে অস্বীকার করায় ঐ যুবকেরা বচসা শুরু করে এবং হাতাহাতি আরম্ভ করে। দেখা যায়, ওই মাল রেলবিভাগের চোরাই লোহা-ইস্পাত ছাড়া আর কিছু নয়। অবস্থা যখন পেকে উঠে, তখন সমসেরগঞ্জ থানার সেকেণ্ড অফিসার এবং বাসযাত্রীদের সহায়তায় একজন যুবককে ধরা হয় ও বমাল সদরে নিয়ে যাওয়া হয়। প্রকাশ, এই সব চোরাই লোহা-ইস্পাত কাঁকুড়গাছিতে প্রকাশ্য স্থানে নিয়ে যাওয়া হয় এবং এগুলি সংগ্রহের জন্য বেশ কিছু পোক্ত এজেণ্ট চারিদিকে সক্রিয় রয়েছে।

আজ সমাজজীবনের প্রতি স্তরে ঘোর অন্ধকারে উল্লেখিত 'নটরাজ' বাসের কর্মীদের সততা-নিষ্ঠা সত্যই প্রশংসনীয়।

॥ শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথ ॥

—ধূর্জটি বন্দ্যোপাধ্যায়

সম্প্রতি বাংলাদেশের মানুষের উপর পাকিস্থানী হানাদারদের নৃশংস ও বর্ব্বরোচিত আচরণ ও হত্যার সংবাদ প্রতিদিন সংবাদ-পত্রের প্রায় প্রতিটি পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছে এবং হচ্ছে। শস্য শ্যামলা সোনার বাংলাকে ও তার ছায়া সুনিবিড় শান্তির নীড়গুলিকে বোমার বিস্ফোরণ ও অগ্নি সংযোগ করে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করার করুণ কাহিনী আজ সর্বজনবিদিত। তার মধ্যে একটি সংবাদ অন্যান্যর মত হয়তো অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে—তা হ'লো গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের বহু স্মৃতিবিজড়িত শিলাইদহের বাড়ীটির কথা। চরম বেদনা ও অনুতাপের সঙ্গে অনেকেই লক্ষ্য করেছেন যে কবির কাব্য সাধনার এই অন্যতম স্থানটি আর নাই। হানাদারদের পৈশাচিক উল্লাসের পরিচয় হিসাবে বাড়ীটি এবং সেখানে সংরক্ষিত কবি জীবনের কিছু সামগ্রী আজ চিতাভস্মে পরিণতি লাভ করেছে। পদ্মার তীরবর্ত্তী কবির এই বাসভূমি একদা কবি জীবনের সঙ্গে ছিল ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কবি এসেছেন এখানে বহুবার অনুভব করেছিলেন কখনও প্রমত্ত পদ্মার আকর্ষণ কখনও বা শান্ত নিস্তরঙ্গ পদ্মার মৌন আহ্বান। এসেছিলেন তিনি ঋতুতে ঋতুতে, অপরূপকে দেখেছিলেন দু'চোখ মেলে। বলতে হয়তো দ্বিধা নাই কবির জীবন নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ এখানে এসে হয়েছে। নূতন জীবনের পথ খুঁজে পেয়েছেন কবি এখানে। পদ্মার তীরে প্রবহমানা পদ্মার সৌন্দর্য্যসুধা কবি প্রাণের পেয়ালা ভরে পান করেছেন। এখানে এসেই তিনি তুলেছেন সোনার তরীর ফসল, গ্রন্থনা করেছেন ছিন্নপত্রের মালিকা। চিত্রায় দেখা যায় কবি জীবনের পরিতৃপ্তি এবং প্রশান্তি। সোনার বাংলার এই শিলাইদহ তাই কবির জীবনে এত অর্থপূর্ণ, বৈচিত্র্যময়। কবি বলেছেন "আমি যখন শিলাইদহে বোটে থাকি, তখন পদ্মা আমার পক্ষে সত্যিকার একটি স্বতন্ত্র মানুষের মতো, অতএব তার কথা যদি কিছু বাহুল্য করে লিখি তবে সে কথাগুলি চিঠিতে লেখার অযোগ্য মনে করা উচিত হবে না। সেগুলো হচ্ছে এখানকার পার্সোন্যাল খবরের মধ্যে। এখানে এসে কবি দেখেছেন প্রমত্ত পদ্মা বর্ষায় স্ফীতকায়া হয়ে 'এক একটি দেশ বহন করে নিয়ে চলেছে—ওর জলের মধ্যে কত জমিদারের জমিদারী গুলিয়ে রয়েছে। পদ্মা ভীষণ কৌতুকে এক রাজার রাজ্য হরণ করে আপন গেরুয়া আচঁলের মধ্যে লুকিয়ে অন্য রাজার দরজায় রাতারাতি থুয়ে আসছে—শেষে প্রাতঃকালে রাজায় রাজায় লাঠালাঠি, কাটাকাটি।'

সেই পদ্মার আকর্ষণে কবি ছুটে এসেছেন মহানগরী হতে, এসেছেন ঋতুতে ঋতুতে, এসেছেন সময়ে অসময়ে। আর পদ্মা ভরে দিয়েছে তাঁর জীবনকে নানা রঙের বিচিত্র সৌন্দর্য্য সম্ভারে। তারই কথা বলতে গিয়ে কবি বলেছেন "জীবনে প্রত্যহ একটি একটি করে দিন আসছে—কোনটি সূর্য্যোদয় সূর্য্যাস্তে রাঙা, কোনটি ঘনঘোর মেঘে স্নিগ্ধ নীল, কোনটি পূর্ণিমার জ্যোৎস্নায় সাদা ফুলের মত প্রফুল্ল, এগুলি কি আমার কম সৌভাগ্য। এরা কি কম মূল্যবান।.....এখানে এক একটি দিন এক একটি সম্পত্তির মতো। আমার সেই পেনেটির বাগানের গুটিকতক দিন.....কতকগুলি উজ্জ্বল সুন্দর ক্ষণখণ্ড আমার যেন ফাইল করা রয়েছে।' এমন সুন্দর পরিবেশে কবির অনুভূতিতে যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল তার অভিব্যক্তি ফুটে উঠেছে কবির অন্য একটি চিঠিতে "একটি জাজ্বল্যমান ছবির মধ্যে আমি বাস করছি, বাস্তব জগতের কোনো কঠোরতা এখানে যেন নেই। ছেলেবেলায় রবিনসন্‌ক্রুশো, পৌল-বর্জিনি প্রভৃতি বই থেকে গাছপালা সমুদ্রের ছবি দেখে মন ভারী উদাসীন হয়ে যেতো—এখানকার রৌদ্রে আমার সেই ছবি দেখার বাল্যস্মৃতি জেগে উঠে।" শিলাইদহে কবির জীবন প্রকৃতির সঙ্গে এক অচ্ছেদ্য বন্ধনে ছিল আবদ্ধ। কবি আপন অন্তরে সেই বন্ধন অনুভব করেছিলেন অত্যন্ত নিবিড়ভাবে এবং গভীর ভাবে। কবির কথায় "এখানকার প্রকৃতির সঙ্গে সেই আমার মানসিক ঘরকন্নার সম্পর্ক। জীবনের যে গভীরতম অংশ সর্ব্বদা মৌন এবং সর্ব্বদা গুপ্ত, সেই অংশটি আস্তে আস্তে বের হয়ে এসে এখানকার অনাবৃত সন্ধ্যা এবং অনাবৃত মধ্যাহ্নের মধ্যে নীরবে এবং নির্ভয়ে সঞ্চরণ করে বেড়িয়েছে; এখান-কার দিনগুলো তার সেই অনেক দিনের পদচিহ্নের দ্বারা যেন অঙ্কিত।' কবি যখন এই পদ্মাবক্ষে একটানা দিনযাপন রাত্রিযাপন করছিলেন সেই সময় তাঁর মনে হয়েছিল "দিনের জগৎটা এখানে য়ুরোপীয় সংগীত, সুরে বেসুরে খণ্ডে অংশে মিলে একটা গতিশীল প্রচণ্ড হার্মনির জট্‌লা। আর রাত্রের জগৎটা আমাদের ভারতবর্ষীয় সংগীত, একটা বিশুদ্ধ করুণ গম্ভীর অমিশ্র রাগিনী।"

এমন পদ্মাবাসের জীবন কবির কাছে যেন দুর্লভের বস্তু বলে মনে হয়েছিল। মানুষের জীবনে এমন দিনের আবির্ভাব বড় বিরল। কারণ মানুষের জীবনের অধিকাংশ দিনই ভাঙাচোরা, জোড়াতাড়া। কবির মনে এখানের দিনগুলো যেন নদীর উপরে সোনার পদ্ম ফুলের মত ফুটে রয়েছে। এখানের "এই বর্ষণমুক্ত আকাশের আলোকে এই গ্রাম ও জলের রেখা, এপার ওপার, খোলা মাঠ ভাঙ্গা রাস্তা একটি স্বর্গীয় কবিতায় এপোলো দেবের স্বর্ণবীণা ধ্বনিতে ঝংকৃত হয়ে উঠেছে।" কবির নিকটে এখানের আকাশ, বাতাস আলো সব কিছুই ছিল প্রিয়। কবি চেতনায় এগুলি হয়ে উঠেছিল পরম রমণীয়। কবি নিজে স্বীকার করেছেন "আমি আকাশ এবং আলো এত অন্তরের সঙ্গে ভালোবাসি। আকাশ আমার সাকি, নীল স্ফটিকের স্বচ্ছ পেয়ালা উপুর করে ধরেছে—সোনার আলো মদের মত আমার রক্তের সঙ্গে মিশে গিয়ে আমাকে দেবতাদের সমান করে দিচ্ছে।"

কবির জীবনে শিলাইদহের দিনগুলি যেমন ছিল সুন্দর তেমনি তার পরিবেশের চারিদিকটাও ছিল সুন্দর। পাশে পদ্মার 'জল ছল্ ছল্ করছে এবং তার উপরে রোদ্দুর চিক্ চিক্ করছে, বালির চর ধূ ধূ করছে, তার উপর ছোট ছোট বন ঝাউ উঠেছে। জলের শব্দ, দুপুর বেলার নিস্তব্ধতার ঝাঁ ঝাঁ এবং ঝাউ ঝোপ থেকে দুটো একটা পাখীর চিক্ চিক্ শব্দ, সবশুদ্ধ মিলে একটা স্বপ্নাবিষ্ট ভাব।' পরিবেশটা এত সুন্দর ছিল কবির কাছে যে তাঁর অন্য কিছু লিখতে ইচ্ছা হয়নি বরং তাঁর লিখতে ইচ্ছা করছিলো 'এই জলের শব্দ নিয়ে, এই রোদ্দুরের দিন নিয়ে, এই বালির চর নিয়ে।' বর্ষণমুক্ত শরতের স্নিগ্ধ রৌদ্রের মধ্যে এখানে নদীর জল, সবুজ ধানের ক্ষেত, গ্রামের ছায়া সুনিবিড়

সতেজ গাছগুলি কবি চেতনায় সোনালী হয়ে উঠেছে। কবির মনে হয়েছে "পৃথিবী যে কী আশ্চর্য্য সুন্দরী এবং কী প্রশস্ত প্রাণে এবং গভীরভাবে পরিপূর্ণ তা এখানে না এলে মনে পড়ে না।" কবি অনুভব করেছেন আপন প্রাণের মধ্যে "কী শান্তি, কী স্নেহ, কী মহত্ত্ব, কী অসীম বেদনাপূর্ণ বিষাদ।"

কোন এক বসন্তের প্রথম পূর্ণিমার আলোকে উদ্ভাসিত রাত্রির কথা বলতে গিয়ে কবির মনে হয়েছিল 'হয়তো অনেক দিন পরে এই নিস্তব্ধ রাত্রিটি মনে পড়বে—ঐ টি টি পাখির ডাকসুদ্ধ এবং ও পারে বাঁধা নৌকায় যে আলোটি জ্বল্‌ছে সেটি সুদ্ধ; এই একটুখানি উজ্জ্বল নদীর রেখা, ঐ একটুখানি অন্ধকার বনের একটা পোঁচ, ঐ নির্লিপ্ত উদাসীন পাণ্ডুর আকাশ।'

এখানের এমন নিস্তব্ধতার মধ্যে কখনও কখনও কবি পাঠের মধ্যেও আত্মসমাহিত হতেন। তাই তাঁর সঙ্গে থাকতো চিন্তামূলক, সমস্যামূলক নানা গ্রন্থ। এমনি একখানা গ্রন্থ যার বিষয় বস্তু হলো Elements of politics and problem of the future, কবি বলছেন "এখানে এসে আমি এত এলিমেণ্টস্ অপ্ পলিটিক্স এবং প্রবলেম অপ দি ফিউচার পড়ছি শুনে বোধ হয় আশ্চর্য্য ঠেকতে পারে। আসল কথা ঠিক এখানকার উপযুক্ত নাটক নভেল কাব্য খুঁজে পাই না।" পদ্মার এই নয়ন ভুলানো শান্ত পরিবেশ কবির মনকে রাজনীতি গ্রন্থের চিন্তা ভাবনার মধ্যে সমাহিত করতে পারেনি। তার কারণ এ সবের মধ্যে তিনি খুঁজে পাননি 'সহজ সুন্দর উন্মুক্ত এবং অশ্রু বিন্দুর মতো উজ্জ্বল কোমল সুগোল করুণা কিছুই।' তাই কবির ইচ্ছা হয়েছে "বাংলার যদি কতকগুলি ভালো মেয়েলি রূপকথা জানতুম এবং সরল ছন্দে সুন্দর করে ছেলেবেলাকার ঘোরো স্মৃতি দিয়ে সরস করে লিখতুম তা হ'লে তা এখানকার উপযুক্ত হতো। বেশ ছোট নদী কলরবের মতো, ঘাটের মেয়েদের উচ্চহাসি মিষ্ট কণ্ঠস্বর এবং ছোটোখাটো কথাবার্ত্তার মতো, বেশ নারকেল পাতার ঝুর্ ঝুর্ কাঁপুনি, আম বাগানের ঘনছায়া এবং প্রস্ফুটিত সর্ষে ক্ষেতের গন্ধের মত—বেশ সাধাসিধে অথচ সুন্দর এবং শান্তিময়।"

ছায়াময় নদী স্নেহবেষ্টিত প্রচ্ছন্ন বাংলাদেশ কবির বড় প্রিয়। আত্মার আত্মীয়, প্রাণের আনন্দ, সাধনার ধন। এই বিশ্বরূপের খেলাঘরে কত হেসে কত খেলে গেলেন কবি তবুও ভরল না চিত্ত। শিলাইদহের পদ্মাবাসের জীবন কবি চিত্তকে নানাভাবে পূর্ণতা দিয়েছে। এখানে এসেই কবি পেয়েছেন বিপুল সৌন্দর্য্যের সন্ধান, লাভ করেছেন পদ্মাতীরবর্ত্তী জানপদবাসীদের সান্তর সান্নিধ্য। এই প্রসঙ্গে কবি বলেছেন "আমি প্রায় রোজই মনে করি, এই তারাময় আকাশের নীচে আবার কী কখনও জন্ম গ্রহণ করবো। আবার কী কখনও এমন প্রশান্ত সন্ধ্যাবেলায় এই নিস্তব্ধ গোরাই নদীটির উপর বাংলাদেশের এই সুন্দর একটি কোণে এমন নিশ্চিন্ত মুগ্ধ মনে জলি বোটের বিছানা পেতে পড়ে থাকতে পাবো। হয়তো আর কোনো জন্মে এমন একটি সন্ধ্যা আর কখনও ফিরে পাবো না।.....এমন সন্ধ্যা হয়তো অনেক পেতেও পারি কিন্তু সে নিস্তব্ধভাবে তার কেশপাশ ছড়িয়ে দিয়ে আমার বুকের উপরে এত সুগভীর ভালোবাসার মত পড়ে থাকবে না।"

এখানের পরিবেশ কবির নিকট পরম রমণীয়। কবি স্বীকার করেছেন "এখানে যেমন আমার মনে লেখার ভাব ও ইচ্ছা আসে এমন কোথাও না। ..... এখানকার দুপুর বেলাকার মধ্যে একটা নিবিড় মোহ আছে। রৌদ্রের উত্তাপ, নিস্তব্ধতা, নির্জনতা, পাখীদের বিশেষতঃ কাকের ডাক এবং সুন্দর সুদীর্ঘ অবসর—সবশুদ্ধ আমাকে উদাস করে দেয়।"

এই শিলাইদহে এসে কবি চিত্ত গভীরতম তৃপ্তি ও প্রীতি লাভ করেছে। এখানের এই রকম নির্জন সুন্দর মুহূর্ত্তে ঐ তৃপ্তি ও প্রীতি পুঞ্জীভূতভাবে তাঁর কাছে ধরা দিয়েছে। কবি উপলব্ধি করেছেন "আমার জীবনের অন্তস্তলে ক্রমশঃই যেন একটা নূতন সত্যের উন্মেষ হচ্ছে; কেবল তার আভাস পাই যে, আমার পক্ষে সে একটা স্থায়ী নিত্য সম্বল, আমার সমস্ত জীবন-খনিজ-গলানো খাঁটি সোনাটুকু। আমার দুঃখকষ্টের তুষের ভিতরকার অমৃত শস্যকণা।" কবির জীবনে এখানের এই দিনগুলি 'কম ব্যাপার নয়' বরং বলা যেতে পারে "সেও একটা পরম লাভ।"

বৈদ্যুতিক তার চুরির হিড়িক

'সাবধান—বিপদ—১৪০০০ ভোল্ট'—বৈদ্যুতিক তারবাহী খুঁটিগুলোয় এ সতর্কতা আজ নিরর্থক। প্রকৃতপক্ষে মানুষও চৌদ্দ হাজার ভোল্‌টে আজ 'ইম্মিউন্‌ড্' হয়ে গেছে। বিগত কিছুদিন থেকে উচ্চশক্তিসম্পন্ন বিদ্যুৎ-প্রবাহকে অগ্রাহ্য করে রাশি রাশি তার কাটা এবং চুরি করার ফলে মুর্শিদাবাদ জেলায় নিষ্প্রদীপ চলে। সদর শহরে জলসরবরাহ বন্ধ হয়। নিষ্কর্মা হয়ে থাকে বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান। হাসপাতালের দপ্তরে দপ্তরে 'কারেণ্ট নেই' বলে জরুরী কাজ বন্ধ। চোরাই কারবারীদের এই অনুগ্রহে গৃহস্থবাড়ীতেও চুরির প্রসার ঘটেছে। কবে আর কখন 'কারেণ্ট বন্ধ' নৈরাশ্য আসবে, কেউ জানেন না।

গত ১৩ই আশ্বিন '৭৭ সংখ্যার এই পত্রিকায় একজন তার-চোর এখানে ধরা পড়ে বলে সংবাদ প্রকাশিত হয়। স্থানীয় যুবকেরাই সে চোরকে বমাল ধরেন। চোরকে থানায় দেওয়া হয়। কিন্তু সে চোর এবং চোরাই মাল সম্পর্কে আর কিছু জানা যায় নি। স্থানীয় যুবকদের অনুরোধ করি, তাঁরা যেন একটু সক্রিয় হয়ে এই শ্রেণীর চোর এবং তাদের পৃষ্ঠপোষকদের সম্পর্কে অবহিত থাকেন। এতে কোন রাজনৈতিক দলের গন্ধ নেই শুধুমাত্র জনজীবনকে সুস্থ করার প্রয়াস ছাড়া। আজকাল এই শহরের ফুলতলা অঞ্চল দিয়ে চোরাই তামার তার পাচার অব্যাহত বলে খবর পাওয়া যাচ্ছে। এর পিছনে কী রহস্য আছে উদ্‌ঘাটন করার জন্যে থানা কর্তৃপক্ষ, মহকুমা-শাসক, জেলা-শাসক, রাজ্যমুখ্যমন্ত্রী এবং স্থানীয় যুবগোষ্ঠীকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাই।

নজরুল স্মরণে

১১ই জ্যৈষ্ঠ কবি নজরুল ইসলামের বাহাত্তরতম জন্মোৎসব উদ্‌যাপিত হইল। এই দিন পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র নানা সভা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কবির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়। কবি নজরুল এক সময়ে এই পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত মহাশয়ের (দাদাঠাকুর) সহিত গভীরভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। আমরা সেই পুণ্যময় দিনগুলি স্মরণ করিয়া কবির প্রতি আমাদের ভক্তি-বিনম্র শ্রদ্ধা জানাইতেছি।

আজ কবি কণ্ঠ নীরব, লেখনী স্তব্ধ। যেন কী এক বিহ্বল বেদনার্ত চাহনী লইয়া তিনি ওপার বাংলার লক্ষ লক্ষ অসহায় মানুষদের প্রত্যক্ষ করিতেছেন। কত কথা তাঁহার বলিতে হইবে, কত গান তাঁহাকে গাহিতে হইবে। এই কি তাঁহার দেশবাসী যাহাদের তিনি বলিয়াছেন—'বলো, ডুবিছে মানুষ, সন্তান মোর মা'র!' কবি আজ ইহার উত্তর চাহেন।

শুভ প্রচেষ্টা

বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহে ও স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে জংগীপুর কলেজ ভবনে সকলের মিলিত অলোচনাক্রমে 'জংগীপুর মহকুমা বিজ্ঞান পরিষদ্' নামক একটি সংস্থা গঠিত হইয়াছে। এই সংস্থার মূল উদ্দেশ্য বিজ্ঞান-বিষয়ক আলোচনা ও প্রদর্শনী ইত্যাদির আয়োজন করা এবং বিজ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োগ সম্পর্কে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে প্রেরণা সৃষ্টি করা। জংগীপুর মহকুমার উৎসাহী ছাত্রছাত্রী ও বিজ্ঞানানুরাগী ব্যক্তিবর্গকে অনুরোধ করা যাচ্ছে যেন বিস্তৃত কার্য্যক্রম জানার জন্য সংস্থার সহিত যোগাযোগ করেন। সর্বসম্মতিক্রমে সংস্থার সভাপতি, সহ সভাপতি, সম্পাদক, আহ্বায়িকা ও কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হয়েছেন মহকুমা-শাসক শ্রদ্ধেয় মানিকলাল ব্রহ্মচারী, পৌর প্রধান শ্রদ্ধেয় গৌরীপতি চট্টোপাধ্যায়, দিলীপ বর্মন, অপর্ণা রায় এবং আশিস রায় চৌধুরী।

॥ হর্ষবর্দ্ধন ॥

শ্রীবাতুলের বিগত বৈশাখ প্রশস্তি

হে সজল, হে আর্দ্র বৈশাখ!
কর্দমপঙ্কিল দেহে
কৃষ্ণমেঘে আবৃত গগনে
এ কী তব ডাক?

হে সজল, হে সৌম্য বৈশাখ!
নহ তুমি কবিধ্যেয় সে শীর্ণ সন্ন্যাসী,
ধূলি সমাচ্ছন্ন নহে তব রুক্ষ জটারাশি;
আঁধার অম্বরতল
শুধু গরজে বিকল
ছাড়ে ঘোর হাঁক।

হে সজল, হে নবীন বৈশাখ!
চিতাভস্ম উড়াইয়া আস নাই তুমি;
সরস শ্যামল তব বঙ্গ-রণভূমি।
ছিল না'ক শ্বসন-রণন,
কোন রুদ্র-আলোড়ন;
শুধু মেঘমল্লার ডাক।

হে সজল, হে মৌন বৈশাখ!
তোমারে বরেছি তাই নব আয়োজনে,
নিরুত্তাপ ভাব হেরি প্রতি জনমনে।
নমি হে নবীন দূত
নব আগন্তুক;
এই স্মৃতি থাক।
হে সজল, হে শান্ত বৈশাখ!

ভেজাল নারিকেল তেলে দণ্ড

ফরাক্কা থানার বিন্দুগ্রামের শ্রীহরিনারায়ণ সিংহ ভেজাল নারিকেল তেল বিক্রয়ের অভিযোগে অভিযুক্ত হয়। জঙ্গিপুরের মহকুমা জুডিসিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীএস, এন, মুখার্জীর এজলাসে আসামীর ছয় মাস সশ্রম কারাদণ্ড ও এক হাজার টাকা জরিমানার আদেশ হইয়াছে। জরিমানার টাকা না দিলে আরও ছয় মাস কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে। সরকার পক্ষে উকিল শ্রীপশুপতি চট্টোপাধ্যায় মামলা পরিচালনা করেন।

WANTED Two Assistant teachers in deputation vacancies (i) B. A. (Hons)/ M. A. in Bengali or Sanskrit, (ii) B A. (Hors) in Economics or political Science. Apply to the Secretary, Raghunathganj Girls' H. S. School by 15. 6. 71 at the latest.

শিক্ষক ও পরিচারিকা আবশ্যক

ছামুগ্রাম জুনিয়র হাই স্কুলে শিক্ষকতার জন্য স্কেল অনুযায়ী বেতনে একজন উচ্চ মাধ্যমিক বা তদূর্দ্ধ পাশ শিক্ষক ও একজন বয়স্কা পরিচারিকার প্রয়োজন। ১০ই জুন, ১৯৭১ মধ্যে সেক্রেটারী বরাবর দরখাস্ত করিতে হইবে। পোঃ মনিগ্রাম, (মুর্শিদাবাদ)

শিক্ষক আবশ্যক

আহিরণ হেমাঙ্গিনী বিদ্যায়তনের জন্য লীভ ভ্যাকান্সীতে একজন গণিতে পারদর্শী স্নাতক বিজ্ঞান শিক্ষক প্রয়োজন মার্কসীটের প্রত্যায়িত অনুলিপিসহ ১০।৬।৭১ মধ্যে প্রাপ্ত আবেদন পত্র বিবেচিত হইবে। —সম্পাদক

সাহায্য করুন

বাংলাদেশ থেকে সদ্য আগত শরণার্থীদের (রঘুনাথগঞ্জ ক্যাম্পস্থিত) সাহায্য কল্পে ব্যবহারী বস্ত্রাদি ও অর্থ সাহায্য করুন। নিম্ন স্বাক্ষরকারী বা বি, ডি, ও, রঘুনাথগঞ্জ—১ অথবা ডাক্তার গৌরীপতি চ্যাটার্জ্জী, চেয়ারম্যান জঙ্গিপুর পৌরসভা (সভা, রেডক্রস) মহোদয়ের নিকট সাহায্য পাঠান ও যোগাযোগ করুন।

শ্রীদেবীরতন নাথ, সম্পাদক, রেড ক্রস সোসাইটী
জঙ্গিপুর মহকুমা শাখা।

ওজন কম

জঙ্গিপুর মহকুমার সদর শহর রঘুনাথগঞ্জ বাজারে মৎস্য-বিক্রেতাদের ওজনে কম দেওয়া ব্যাপারে জনসাধারণের সঙ্গে প্রায়ই গণ্ডগোল হইতেছে। এখানে 'মেজার এণ্ড ওয়েট' পরিদর্শক থাকা সত্ত্বেও বাটখারা কম রাখার প্রচলন হইতেছে কি প্রকারে? এ বিষয়ে আমরা জঙ্গিপুরের মহকুমা শাসক মহোদয়ের দৃটি আকর্ষণ করিতেছি।

খোকার জন্মের পর..

আমার শরীর একেবারে ভেঙ্গে প'ড়ল। একদিন ঘুম থেকে উঠে দেখলাম সারা বালিশ ভর্তি চুল। তাড়াতাড়ি ডাক্তার বাবুকে ডাকলাম। ডাক্তার বাবু আশ্বাস দিয়ে বল্লেন—"শারীরিক দুর্বলতার জন্য চুল ওঠে।" কিছুদিনের যত্নে যখন সেরে উঠলাম, দেখলাম চুল ওঠা বন্ধ হয়েছে। দিদিমা বল্লেন—"ঘাবড়াসনা, চুলের যত্ন নে,

দু'দিনেই দেখবি সুন্দর চুল গজিয়েছে।" রোজ দু'বার ক'রে চুল আঁচড়ানো আর নিয়মিত স্নানের আগে জবাকুসুম তেল মালিশ সুরু ক'রলাম। দু'দিনেই আমার চুলের সৌন্দর্য ফিরে এল'।

জবাকুসুম কেশ তৈল

সি. কে. সেন এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
জবাকুসুম হাউস • কলিকাতা-১২

KALPANA.J.K-84.B

ডাবর আমলা কেশ তৈল

কেশ সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে ও ঘন কৃষ্ণ কেশোদ্গমে সহায়তা করে

ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসীলিঃ ও সাধনা ঔষধালয়ের প্রস্তুত

যাবতীয় কবিরাজী ঔষধ কোম্পানীর দামে আমাদের এখানে পাবেন।

এজেন্ট—**শ্রীননীগোপাল সেন**, কবিরাজ

অন্নপূর্ণা ফার্ম্মেসী। রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট)

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

নিলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ১৪ই জুন, ১৯৭১

১৭/৬৯ মনি ডিঃ সীতানাথ সরকার দেঃ গোলামউল্লা বিশ্বাস দাবি ২৬১-৯৭ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে পিরোজপুর ৩৪৸৵০ জমার অন্তর্গত $\frac{1}{5}$ অংশে ২২৷০ শতক মধ্যে ৬ শতক কাত পরতামত ৸৵০ আঃ ২৫৲ খং ১২২৮ ২নং লাট থানা ঐ মৌজে গিরিয়া ৩৪৸৵০ জমার অন্তর্গত $\frac{1}{5}$ অংশে ৩২৷০ শতক কাত পরতামত ৪৲ আঃ ১০০৲ খং ১৮৫৮ ৩নং লাট মৌজাদি ঐ ৩৪৸৵০ জমার অন্তর্গত $\frac{1}{5}$ অংশে ১১৷০ শতক কাত পরতামত ৷০ আঃ ৫০৲ খং ১৮৪১ তদুপরিস্থিত বাঁশ সহ

২০/৬৯ মনি ডিঃ মোসাম্মত জোম্মাতন বিবি দেঃ মহঃ আউল নবী সেখ দাবি ৬৬৭-৮৬ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে মণ্ডলপুর ৮০ শতক মধ্যে ৫০ শতক মোট খাজনা ৫/৩ পাই আঃ ২০০৲ খং ৭৬০

১০/৭০ মনি ডিঃ রত্নাকর ঘোষ দেঃ রাসবিহারী ঘোষ দাবি ৪৯৮-৫৮ থানা সুতী মৌজে আহিরণ ৩০৫ শতকের কাত ৯৮ তন্মধ্যে $\frac{1}{3}$ অংশে ১০২ শতক হারাহারি খাজনা ৩৻৩ আঃ ১৫০৲

১৪/৭০ মনি ডিঃ ধরমচাঁদ সেরাওগী দেঃ সাজাহান বিশাস দাবি ৬৩৪-৩৯ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে হবিপুর ৪২ শঃ মধ্যে ২১ শতকের হারাহারি খাজনা ৬২ পয়সা আঃ ১৫০৲ খং ৯৩ ২নং লাট থানা ঐ মৌজে জলশুকা ৮৭ শঃ মধ্যে ৬৬ শতকের হারাহারি খাজনা ১৵৬ আঃ ৫০০৲ খং ১৮৬ রায়তী স্থিতিবান।

২ মনি/৬৯ ডিঃ উষারাণী দাসী দেঃ ভারতী মণ্ডল দাবি ৩৩৯-১২ থানা সুতী মৌজে নাজিরপুর ৬-৪৬ শতক মধ্যে ৪০ শতক পরতামত কাত ৷০ আঃ ৫০৲ খং ৮২ স্থিতিবান ২নং লাট মৌজাদি ঐ ১৬ শতকের কাত ১২ পয়সা আঃ ২৫৲ খং হাল ৩০৮ ঐ স্বত্ব ৩নং লাট মৌজাদি ঐ ১০১ শতকের কাত ১-৫০ আঃ ১৫০৲ হাল খং ২৪০ ৪নং লাট মৌজাদি ঐ ৩-৭১ শতক মধ্যে ১-৮৬ শতক কাত ৪-৫০ আঃ ৩০০৲ হাল খং ৩৩১

৩/৭০ অন্য ডিঃ সত্যেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় দেঃ নাথুলাল দাস দিং দাবি ৩৩৭-৮৪ থানা সুতী মৌজে ফতেপুর ৪৯৩ খং ৮৭ শতক জমা ৫৷৶০, ৪৯৪ খং ১.৫৫ শতক জমা ৪৷৴০, ৫০০ খং ১৩ শতক জমা ৪।৶০, ৪৯৫ খং ৩৮ শতক জমা ১৷৩, ৪৬৫ খং ৮৩ শতক ও ১১৯ শতক জমা ৫৷৶৯, ৮৪ খং ৭৬ শতক জমা ৸৶৫ মোট ৫.৭১ শতক।

চৌকি জঙ্গিপুর ২য় মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ২১শে জুন, ১৯৭১

৭/৭০ মনি ডিঃ বেলালউদ্দিন বিশ্বাস দেঃ ঘিষালাল জৈন দাবি ৪৩২-৭৫ থানা সমসেরগঞ্জ মৌজে অনুপনগর ২৷০ শতকের কাত ৩৲ টাকা খং R. S. ৫৭০৯ C. S. ২৮৮৩ আঃ ৩০০৲ রায়ত স্থিতিবান।